অমর
চিত্র
কথা
নং.297 টা. 3.50
হারানো রাজকুমার
একটি তিব্বতী কাহিনী
indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা
সংখ্যা 297, 1 নভেম্বর 1983
★
সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহযোগী সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বা রাও
চিত্র নাট্য
আপ্পা স্বামী
শিল্পকর্ম
দিলীপ কদম
শিল্প নির্দেশ
রাম ওয়াড়েকর
ব্যবস্থাপনা
গোবিন্দ কোটয়ানি
★
প্রকাশক
এইচ. জি. মিরচান্দানি
কর্তৃক আইবিএইচ পাবলিশার্স প্রা. লি:
22, ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে 400026 কর্তৃক প্রকাশিত এবং
তৎকর্তৃক আইবিএইচ প্রিন্টার্স,
মারোল নাকা, মথুরাদাস বিষানজী
রোড, আন্ধেরী (পূর্ব), বোম্বে 400059
থেকে মুদ্রিত।
© আইবিএইচ পাবলিশার্স প্রা. লি:
বোম্বে 400026।
সর্বসত্ব সংরক্ষিত 1983
★
অমর চিত্রকথার বাংলা
সংস্করনের পরিবেশক
উচ্চারন
2/1, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট
কলকাতা 700073
ফোন: 34 4043
★

চিত্রকথা কেনার সময়
নিচের প্রতীকটি দেখে
নিশ্চিত হয়ে নেবেন

হারানো রাজপুত্র

সপ্তম ও দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রবেশ করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পালি আর সংস্কৃত ভাষা থেকে বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। যে দেশে উক্ত গ্রন্থগুলির উৎপত্তি, সেই ভারতবর্ষেই, মূল সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির বিলুপ্তি ঘটে। পুনরায় তিব্বতী ভাষা থেকে ঐ সব গ্রন্থ অনূদিত হয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই চিত্রকথার কাহিনী অনুরূপ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

বর্তমান কালে তিব্বতী ভাষার প্রচলন রয়েছে তিব্বত, ভুটান, নেপাল এবং ভারতের কিছু অংশে, যেমন সিকিমে।

অনুবাদ / সাধন চট্টোপাধ্যায়
বর্ণলিপি / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পরবর্তী সংখ্যা
বোবা রাজপুত্র
15 নভেম্বর 1983

এখন 290 রও বেশি অমর
চিত্রকথা পাওয়া যায়।

Indraindrajal.blogspot.in

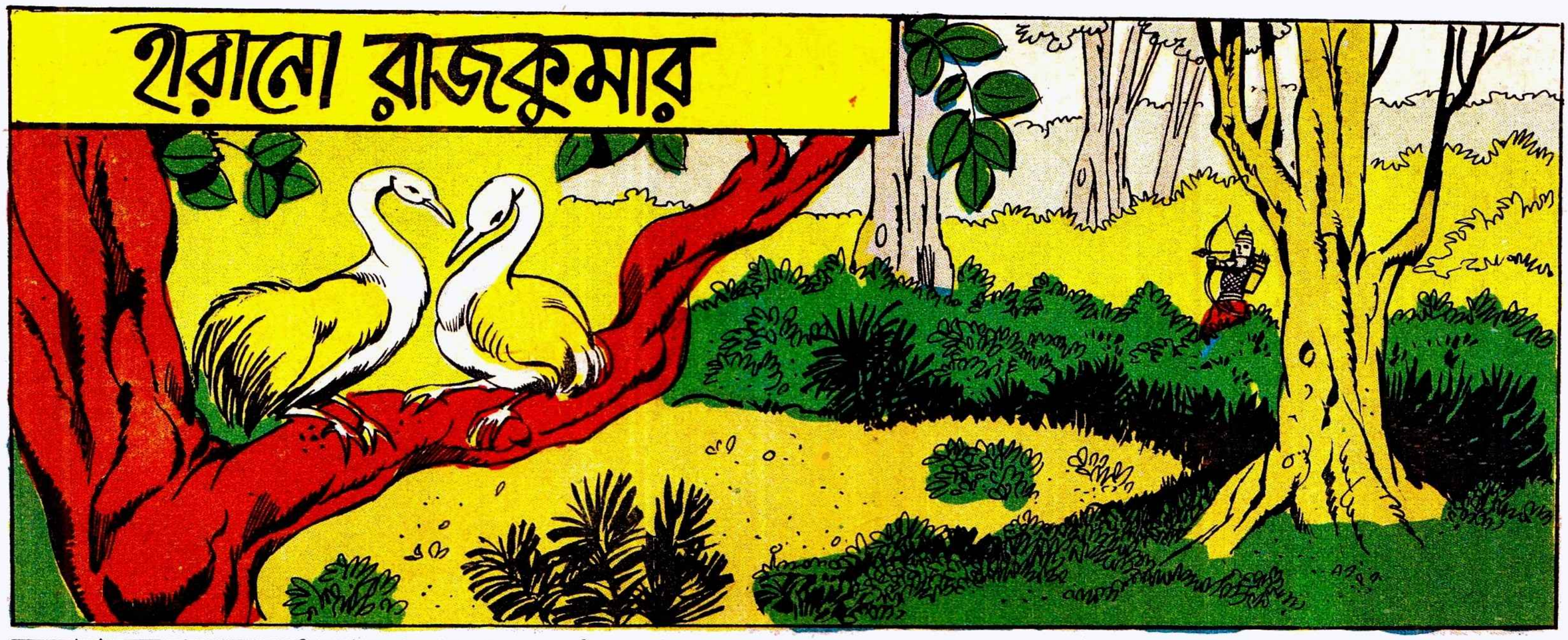

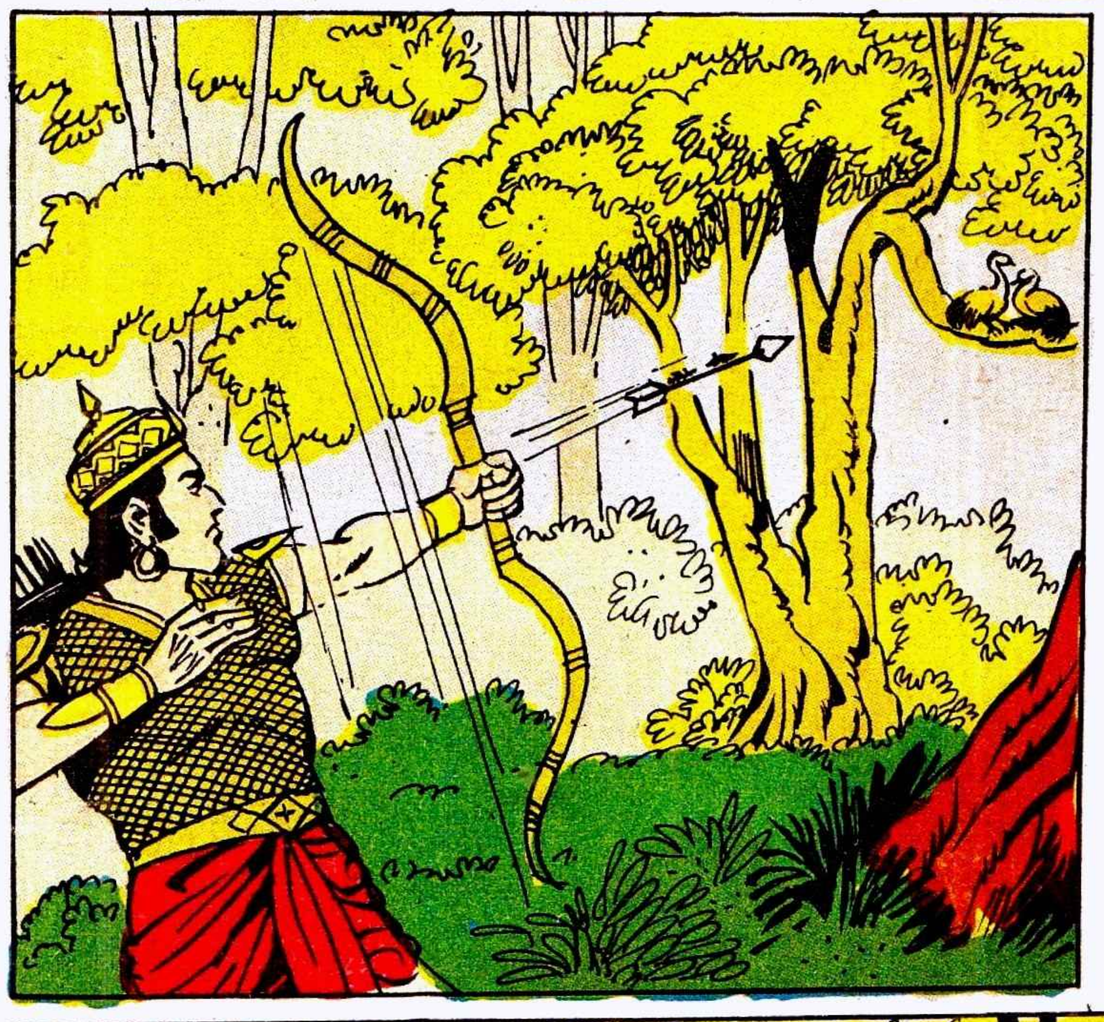

হারানো রাজকুমার
ওঃ!
যেই এ কাজ করে থাক না কেন বাইরে বেরিয়ে এস।

ক্ষেমংকর!

হ্যাঁ ভাই, বিলম্ব হবার আগেই আমাকে তোমার তীর রুখতে হয়েছিল।

তুমি একটা স্ফূর্তি-নাশা লোক!

রাজ্যের বড় রাজকুমার ক্ষেমংকর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

পাপংকর, পাখিদের জিজ্ঞেস কর, তারাই তোমাকে বলবে, কে স্ফূর্তি-নাশা।

দু'ভাই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ক্ষেমা, ধনুর্বিদ্যা জেনে কি লাভ যদি না একটা পাখি তীরবিদ্ধ করতে পার?

আমি ধনুর্বিদ্যা শিখেছি আত্মরক্ষার জন্যে, মারবার জন্যে নয়।

তুমি ভালো রাজকুমার শ্রেয়ংকর — আমি দুর্বৃত্ত হয়ে জন্মেছি।

তা ছাড়া, কেন বাবা মা আমার নাম পাপংকর রাখলেন?

পাপন, ছেলেমানুষী কোরো না। নাম নয়, কাজ দিয়ে মানুষ প্রমাণ করে সে যা, তা-ই।

ঠিক সেই সময়ে—
বেরিয়ে যাও!
আর এই যে তোমার জিনিসপত্র!
রাজকুমার ক্ষেমংকর!
মহিলা বহু মাসের বাড়ি ভাড়া দেন নি। তাই—
তোমার কাজের সাফাই গাইতে এটাই কি যথেষ্ট?
ক্ষমা করুন, যুবরাজ!
ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আমার স্বামী মৃত, আমাকে পালন করবার কেউ নেই!

ক্ষেমংকর তাঁর কণ্ঠহার খুললেন আর —
এই নিন!
না, প্রভু, না!
বিক্রি করে দেনা শোধ করুন, যা উদ্বৃত্ত থাকবে তাই দিয়ে কোনো ব্যবসা করুন।
যুবরাজ!
কি মহৎ রাজকুমার!
ঈশ্বর মঙ্গল করুন
পরে রাজপ্রাসাদে —
ক্ষেমা, তোমার কণ্ঠহার কোথায়?
আমাকে বোলো না যে তুমি দিয়ে দিয়েছো!
হ্যাঁ বাবা, সেই গরীব স্ত্রীলোকটি—
আমি জানি তার কানাকড়িও নেই, আর তাছাড়া ক্ষেমা, তোমাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না!

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব, ও ধূর্ত, বড় বেশি ধূর্ত!

ধূর্ত?

হ্যাঁ, ও ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিচ্ছে না, গচ্ছিত রাখছে প্রশংসা লাভের আশায়।

তুমি কি বলতে চাও, ক্ষেমা মহৎ সাজবার ভান করে?

ক্ষেমা, তোমার জন্যে একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।

আমি দুঃখিত বাবা, আমি সে-কথা মনে করিনি।

আমাদের এক প্রতিবেশী তাঁর কন্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করতে চান।

তাঁকে বলুন, আমি এখুনি বিয়ে করতে রাজি নই।

সম্পদলাভের জন্য আমি সমুদ্র-যাত্রার মতলব করেছি।
ও নিজের অর্থে মহৎ সাজতে চায়।
মনস্থির করবার আগে কি মেয়েটিকে একবার দেখবে না?
না বাবা, এতে কিছু এসে যাবে না।
ক্ষেমংকর যাত্রা করার জন্যে ব্যাপক আয়োজন করলেন। ঘোষক নগরের সর্বত্র ঘোষণা করলো।
শুনুন, শুনুন যুবকেরা, যাদের সাহস আছে, আর অর্থ উপার্জন করতে চান, যুবরাজ ক্ষেমংকরের সঙ্গ নিন। শুনুন, শুনুন —
শহরের বহু যুবক ক্ষেমংকরের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন।
যুবরাজ, আমরা আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

amarchitrakatha-bengali.blogspot.com

297/BENG.

... তাঁকে নিয়ে গেল ... অনেক ...

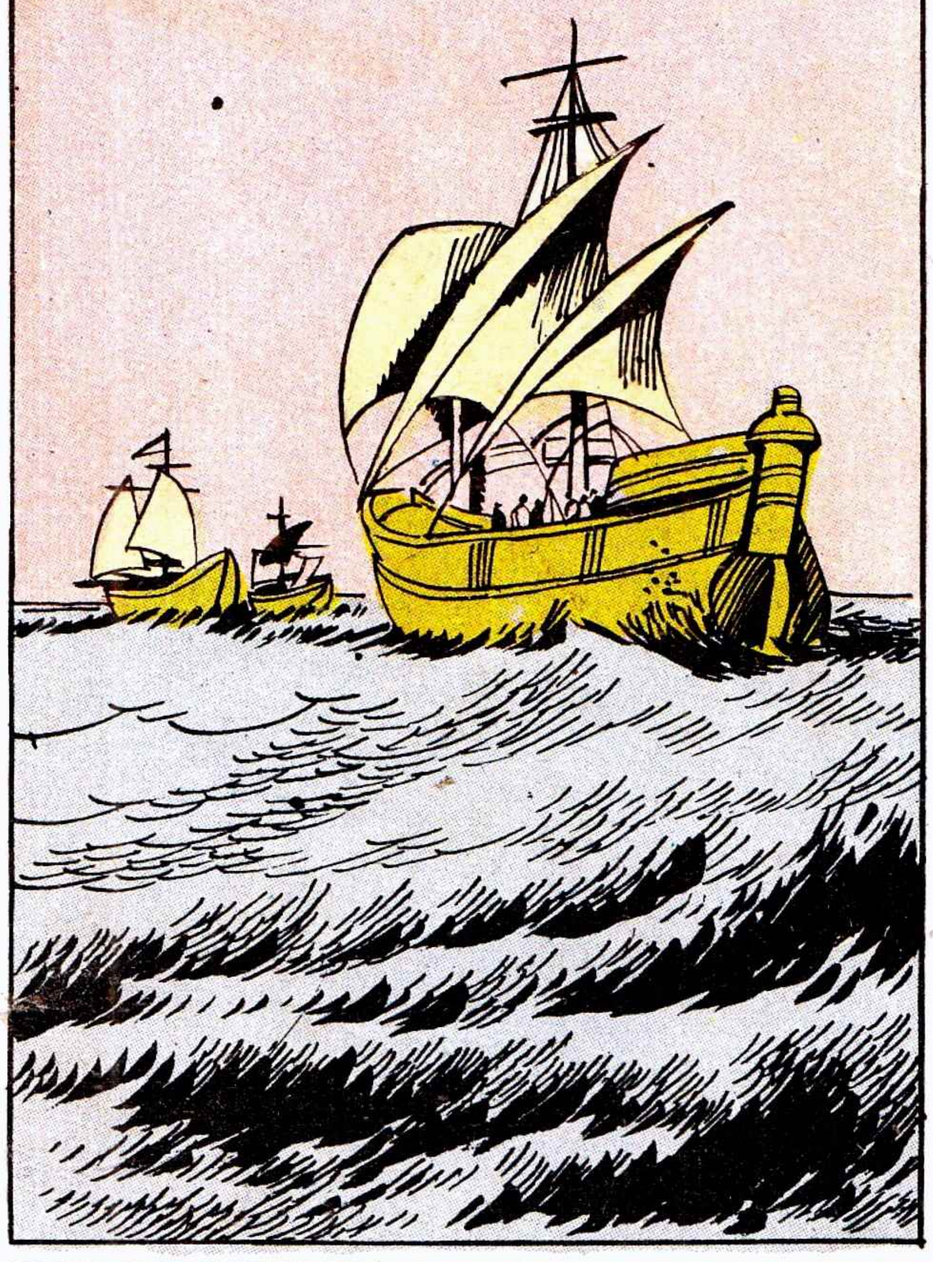

... অনেক দেশে।

... সেখানে তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা অনেক সম্পদ লাভ করলেন।

এক দিন—

banglainternet.com

যখন তাঁরা মণি-মানিক্যের দেশে এলেন——

ওই দ্বীপ মূল্যবান মণি-মানিক্যে ভর্তি। যত পার সংগ্রহ করে নৌকা বোঝাই কর।

সময় না নষ্ট করে তারা কাজে লেগে গেল।

তোমার বোঝা কোথায়? তুমি কি হীরে-জহরৎ সংগ্রহ করো নি?

করেছি। সামান্যই। খুব দামীগুলো। পাপন, সেগুলো কোমরবন্ধে আছে।

সবাই কি এখানে রয়েছে?

হ্যাঁ!

সম্পদ নিয়ে এখন আমরা দেশে ফিরবো।

প্রত্যাবর্তন শুরু হলো।
অকস্মাৎ —
দ্যাখো!
ঈঈঈ!!
বাঁচাও!

পাপংকর, আমার পিছু পিছু সাঁতরে এসো।
পারছি না··· আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছে। বাঁচাও! বাঁচাও!

অনেক কষ্টে ক্ষেমংকর তীরে পৌঁছুলেন।
তাঁর শক্তির শেষ বিন্দু ব্যয় করে পাপংকরকেও তীরে নিয়ে এলেন।
আমি পেরেছি... এখন বিপদ-মুক্ত...
তিনি তাঁর ভাইয়ের পাশে মূর্ছা গেলেন।
ইতিমধ্যে অন্যান্য জাহাজগুলো রাজধানীতে ফিরলো।

লুকানো মুক্তো

দ্বাদশ শতকে আসামে নবিশা নামে এক প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন। একটি ছবি এঁকে একবার তিনি বাজারের সামনে প্রদর্শনী করলেন।

ছবির নিচে তিনি কিছুটা জায়গা রাখলেন এবং ছবিটি সম্পর্কে দর্শকদের সমালোচনা সেখানে লিপিবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন।

সন্ধ্যায় ছবিটি নিতে এসে দর্শকদের বিরূপ-কঠোর মন্তব্য দেখে তিনি অবাক হলেন। ছবিটির সব কিছুকেই কেউ না কেউ জঘন্য বলে অভিহিত করেছেন।

নবিশা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন, সত্যিই কি তাঁর এই ছবি জঘন্য?

নবিশা পরের দিনও সেই ছবির প্রদর্শনী করার মনস্থ করলেন। এবার তিনি ছবিটির ভালো দিক সম্পর্কে দর্শকদের মতামত আহ্বান করলেন।

বিকেলে ছবিটি নিতে এসে তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকালেন। দেখলেন, দর্শকেরা তাঁর সেই ছবির প্রতিটি অংশের আশ্চর্য প্রশংসায় মুখরিত। সকলের কণ্ঠেই ছবিটি সম্পর্কে প্রশংসা আর প্রশংসা।

সুমন ভট্টাচার্য
শিলং - 793 003

তোমাদের অঞ্চলের এমন কাহিনী যদি জানা থাকে তাহলে (300 - 500 শব্দের মধ্যে) আমাদের কাছে পাঠাও। মনোনীত কাহিনীর জন্য 50/- টা. দেওয়া হবে। লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিটসহ স্বনাম ঠিকানা লেখা খাম সঙ্গে পাঠাতে হবে। লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদক
অমর চিত্রকথা — 'লুকানো মুক্তো' বিভাগ,
মহালক্ষ্মী চেম্বারস (বেসমেন্ট),
22, ভুলাভাই দেশাই রোড, বোম্বে - 400 026.

তোমাদের অজানা ভারত

কথা : স্বর্ণ খণ্ডপুর • চিত্র : নীলম পারলকার

সুতীর কাপড় প্রথম ব্যবহৃত হয় ভারতে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়াবাসীরা মহেঞ্জোদারো থেকে সুতীর কাপড় আমদানী করত। তারা এই কাপড়ের জন্মস্থানের নামে এটিকে বলত 'সিন্ধু'। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিন্ধু-উপত্যকায় (৩০০০ খৃঃপূঃ) সুতো কাটার তকলি দেখতে পেয়েছেন। এমন কি তাঁরা রূপোর ক্ষোদিত পাত্রে কয়েকটি কাপড়ের টুকরোও দেখতে পেয়েছিলেন।

গ্রীক ও রোমানেরা ভারতের বস্ত্রশিল্পের অনেক প্রশংসা করেছেন। রোমান লেখক ও প্রশাসক, প্লিনী (Pliny) র লেখায় এর প্রমান পাওয়া যায়, (৬১-১১৩ খৃষ্টাব্দ)। ভারতের তৈরী বস্ত্রাদি বিলাসদ্রব্য কিনতে যে রোমের সোনা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, প্লিনীর এই অভিযোগ রোমের অধিসদে বিতর্কিত হয়।

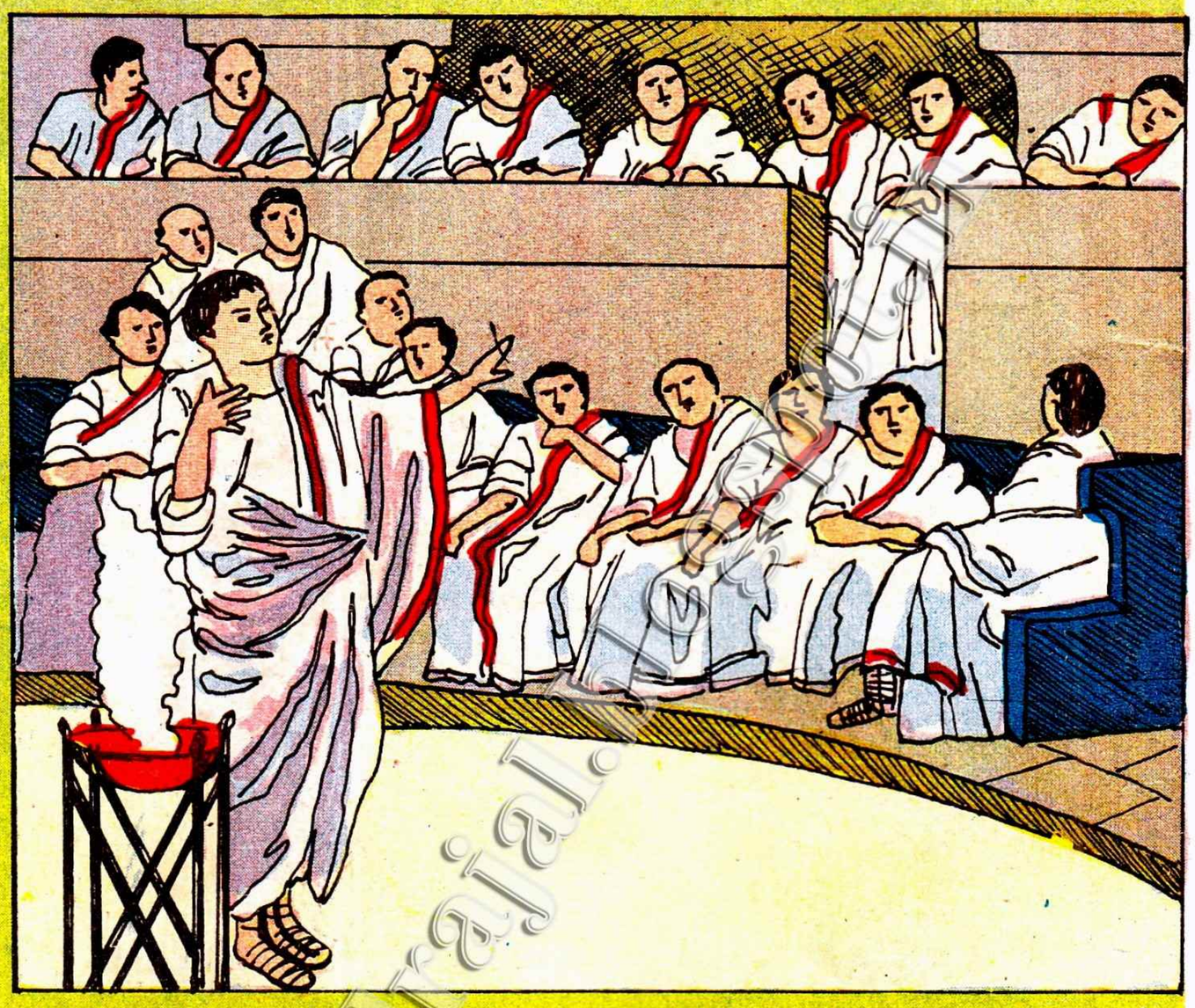

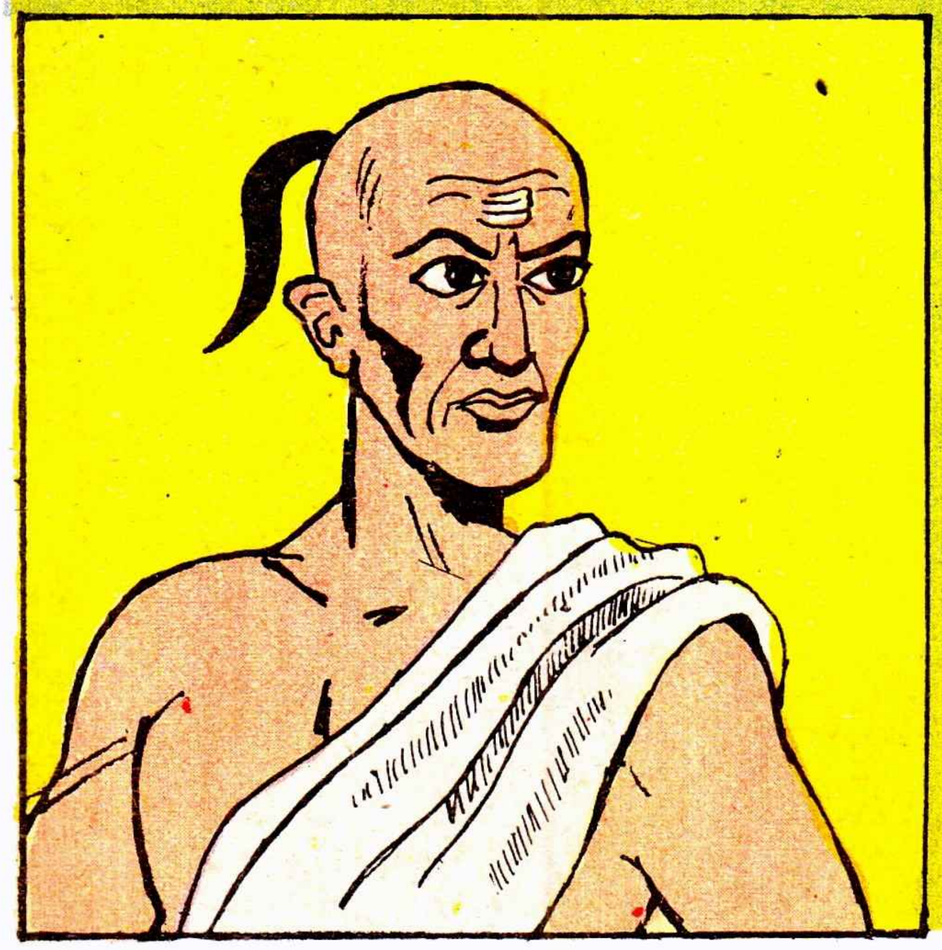

এই কাপড় তৈরীর কলাকৌশল যে সুসাবধানে গোপনীয় রাখা থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য বোনা সুতো চুরি করা আর রাজ্য প্রচালিত বস্ত্রশিল্পগুলি সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

মুঘলেরা ভারতে আসার আগে বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল পশ্চিমে সুরাট, ক্যাম্বে ও বরহণপুর; পূর্বে ঢাকা আর বারানসী; আর দক্ষিণে করোমণ্ডল উপকূল ও মছলিপত্তনম।

ভারতের মসলিন সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। "একশ গজ দৌলতাবাদ মসলিন" কবি আমীর খসরু লিখেছেন, ছুঁচের ফাঁক দিয়ে গ'লে যেত; এমনই সুক্ষ্ম ছিল এর বোনার ছাঁদ।

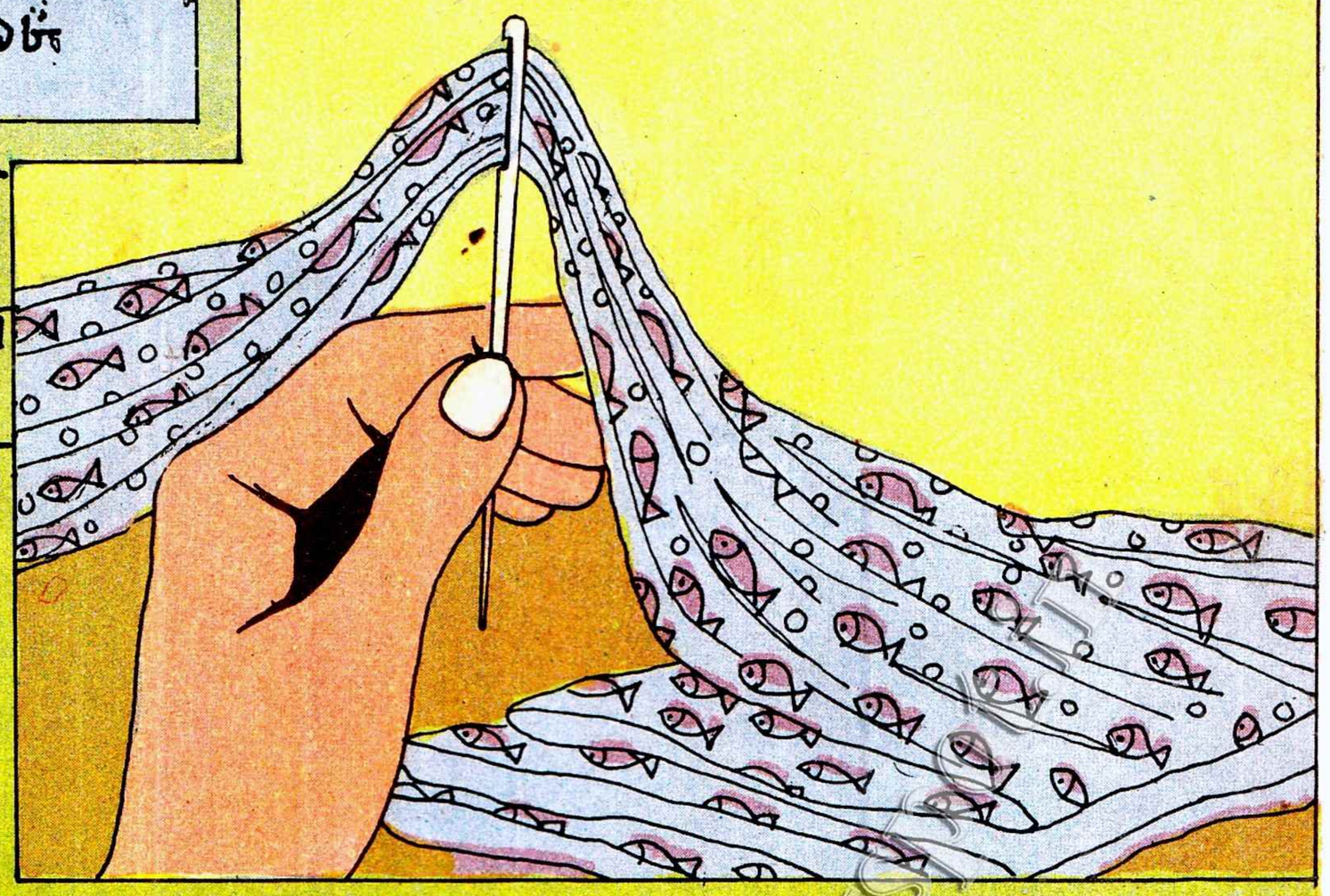

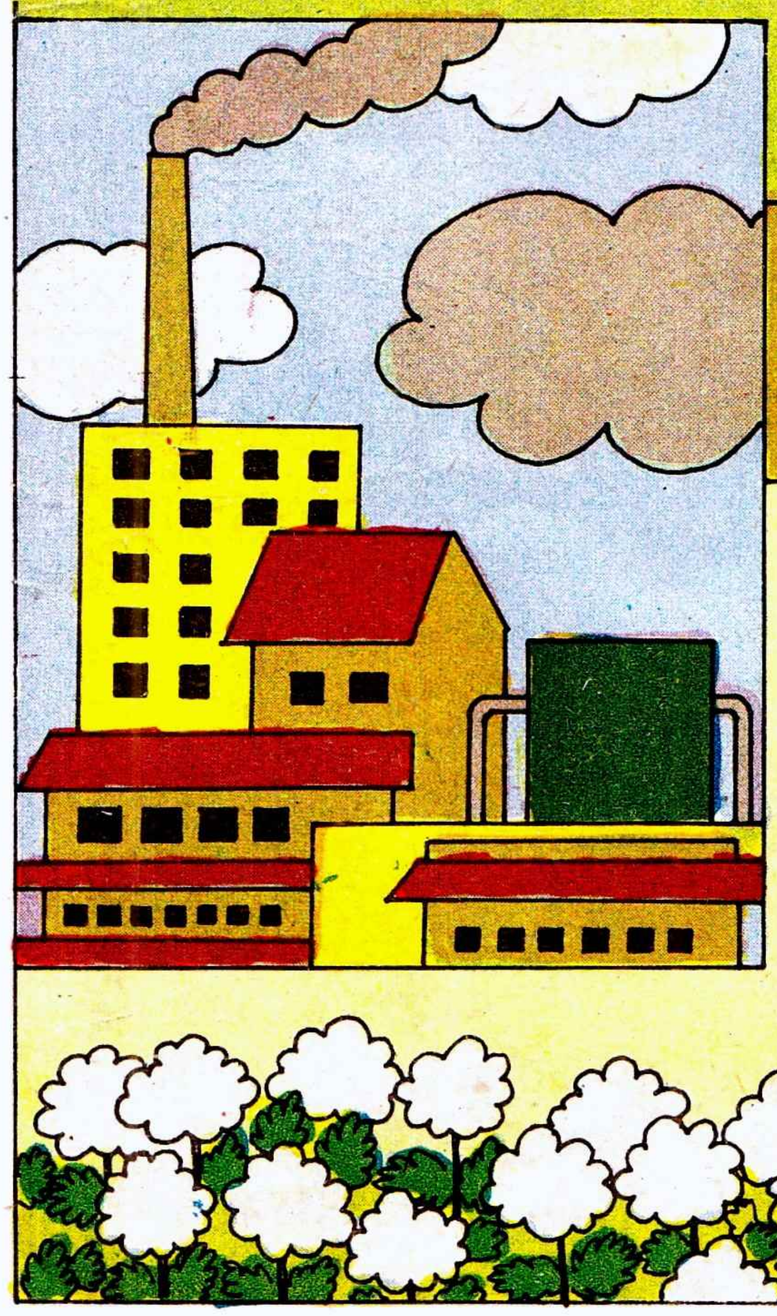

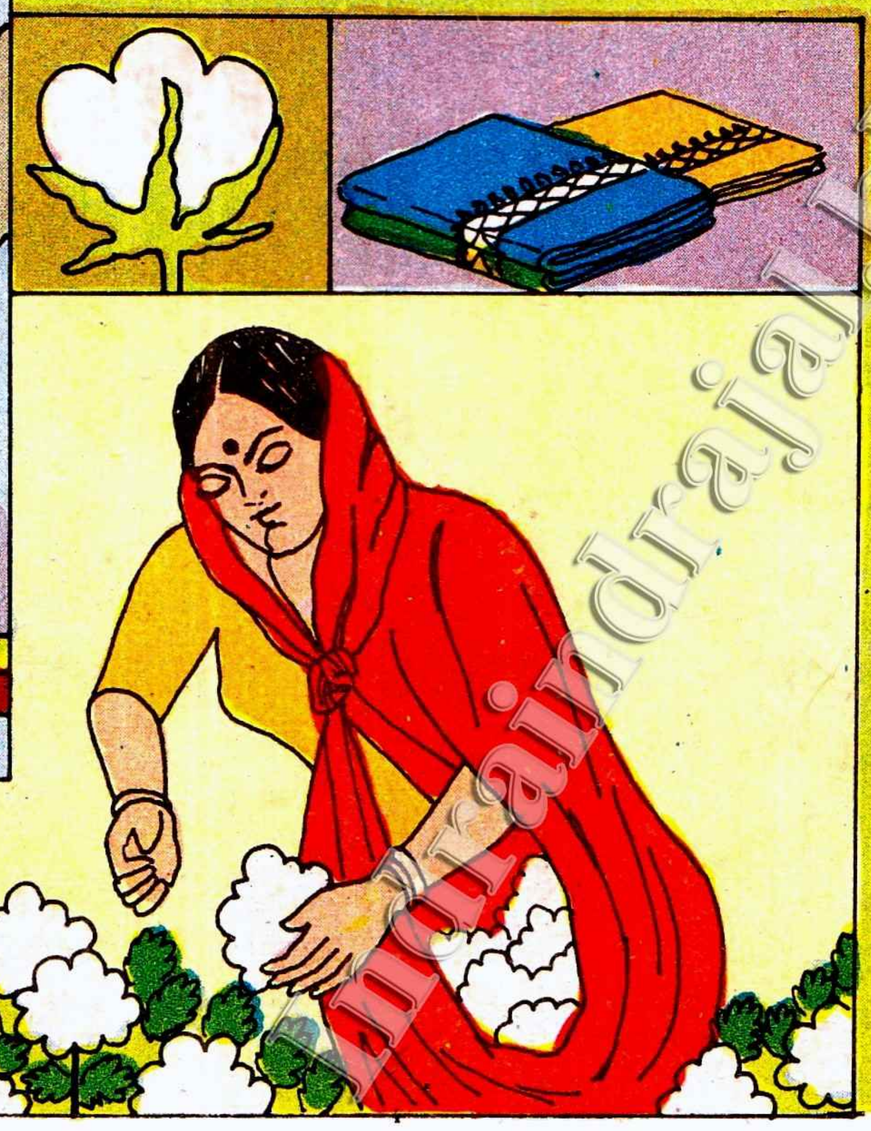

আজও ভারতে যত জমিতে তুলোর চাষ হয়, পৃথিবীর আর কোথাও এত হয় না। পৃথিবীর তুলোর চাষ হওয়া জমির এক-চতুর্থাংশই ভারতের অন্তর্গত। সাধারণ মসলিন, দোনা বা ডুরে মসলিন ও চোখুপির কাজ করা মসলিন ভারতের অনেক জায়গায়ই তৈরী হয়।

Indrajal.blogspot.in

ভাগ্যবান যারা বেঁচে রইলো রাজাকে দুঃসংবাদ দিলো।

কি? আমার ছেলেদের জাহাজ-ডুবি হয়েছে?

হ্যাঁ মহারাজ, তিমি মাছে জাহাজ ভেঙেছে!

তাঁদের সাহায্য করার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না।

তাঁদের অনেকেই মারা গেছেন। কেউ কেউ হয়তো জীবিত আছেন।

কেউ কেউ বেঁচে আছে! তাহলে, আশা আছে।

অনেক মাস কেটে গেল, তবু রাজপুত্রেরা ফিরে এলেন না।

না! আশা ছাড়ছি না। ওরা ফিরে আসবেই।

Udrain.blogspot.in

রাজা অসুস্থ হলেন, মৃত্যু-শয্যায় থেকেও তিনি নিরাশ হলেন না।

ছেলেরা কি ফিরে এসেছে?

না, মহারাজ এখনও নয়।

তারপর একদিন—

মহারাজ, পাপংকর ফিরে এসেছে।

কি?

রাজা উঠে বসলেন।

বাবা!

পাপংকর! ক্ষেমা কোথায়?

বাবা, কি বলবো, ওকে আর আমরা কখনই দেখতে পাবো না!

সেই রাত্রেই রাজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পাপংকর তাঁর পিতার সিংহাসনে বসতে গিয়ে কেমন যেন...

... থমকে গেলেন।

ইতঃস্তত কেন? সিংহাসনে বসুন। মহারাজ, এটা আপনারই।

পাপংকর থমকে দাঁড়ালেন, কিছু যেন তাঁকে ধরে রেখেছে। সেটা কি?

মহারাজ! মহারাজ শুভক্ষণ বয়ে যাচ্ছে!

ওঃ, দুঃখিত!

পাপংকর সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন...

...এবং সিংহাসনেও বসলেন।

কেন ইতঃস্তত করলেন?

নিশ্চয়ই তাঁর মৃত ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

Amarchitrakatha.com

যথা সময়ে —
বাছা, সুনিশ্চিত, ক্ষেমংকর আর ফিরে আসবে না!
বাবা, জীবিত কিংবা মৃত ক্ষেমংকরই আমার স্বামী।
আমি জানি, তুমি কি ভাবছো! কিন্তু এটাই রীতি — কুমারী মেয়েরা বিয়ে করবে।
বাছা, আবার ভেবে দ্যাখো!
কয়েক মাস বাদে —
বাছা, অনেক রাজাই তোমার পানি-প্রার্থী!
বাবা! আপনি কি এখনও চান আমি বিয়ে করি?
হ্যাঁ... করা দরকার!
তাহলে আমাকে পাত্র বাছতে দিন।

রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন। দেশ-বিদেশ থেকে রাজপুত্ররা এলেন।

রাজকন্যা যখন বাইরে এলো...

...স্তিমিত বাঁশির সুর তার কানে এলো।

...এবং যেদিক থেকে সুর ভেসে আসছে সেদিকে গেলো।

সে থামলো, শুনলো...

রাজকন্যা!
রাজকন্যা...!
রাজকন্যা তাদের উপেক্ষা করে চলতে লাগলো।
সে এক অন্ধগায়কের গলায় মালা পরালো। এখন সে-ই তার স্বামী।
ওঃ!
তার সঙ্গীরা প্রাসাদে ছুটে গেল।
মহারাজ, রাজকন্যা একজন অন্ধকে পতি হিসেবে নির্বাচন করেছেন।
আমাদের রাজকন্যা একজন অন্ধকে কিছুতেই বিয়ে করবে না, করতে পারে না। মহারাজ, বাধা দিন।
সে যাকে পছন্দ করবে, তাকেই বিয়ে করবে।

ইতিমধ্যে, বাগানে —
একজন অন্ধ অজানাকে কেন পছন্দ করলে?
আমি হৃদয় দিয়েছি— এখন মৃত — এক রাজকুমারকে।
যেহেতু প্রথা এই রকম যে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, তাই আপনাকে পছন্দ করেছি।
আমি তোমাকে গ্রহনে অপারগ সুকুমারী। আমি আর এক-জনকে ভালোবাসি।
যে-মেয়েকে ভালোবাসি সে হয়তো এখন আমাকে গ্রহন করবে না, কিন্তু অন্য কাউকেও বিয়ে করা চিন্তার বাইরে!
আর যে রাজকুমারকে সত্যিই তুমি ভালোবাসো, সে যখন মৃত, তার পরিবর্তে আমাকে পছন্দ করবে না!

আমার ভালোবাসায় কি সন্দেহ করো?
হ্যাঁ করি, আর ততক্ষণ পর্যন্ত করবো যতক্ষণ তার প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রমানিত না করো।
রাজকুমার ক্ষেমংকরকে যদি সত্যি ভালোবাসি তাহলে...
... তাহলে তোমার এক চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসুক।
আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে বিশ্বাস করছি।
আমি ক্ষেমংকর!

297/ BENG

না! মিথ্যে বলছো! ঋষ্যশৃংকর জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে।

জাহাজ ডুবি হয়েছিল। সাঁতরে নিরাপদে পৌঁছেছি...

... ভাইকে কাঁধে নিয়ে আর তারপর শ্রান্ত হয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন জেগে উঠলাম যন্ত্রণায় চিৎকার করলাম, কেউ যেন আমার চোখ বিদ্ধ করেছে।

ভাইয়ের উদ্দেশে চিৎকার করলাম। সাড়া পেলাম না। বিদ্বেষ পোষণ না করেই হয়তো কেউ আমাকে অন্ধ করেছে।

আমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভাইয়ের সন্ধানে ঘুরলাম। তাকে পেলাম না।

Indrajal Comics

কিন্তু তোমাকে পেয়েছি!

কিন্তু কি করে জানবো এটা সত্যি, কোনো গল্প নয়?

আমি যা বলেছি তা যদি সত্যিই হয় তাহলে আমার অন্য চোখটার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসুক।

পর মুহূর্তে —

আমার রাজকন্যা!

ক্ষেমংকর!

রাজকন্যা ক্ষেমংকরকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

বাবা, একেই আমি পছন্দ করেছি। ইনি ক্ষেমংকর!

ক্ষেমংকর? কিন্তু...!...

রাজকন্যা রাজাকে সব কথা জানালো।

সেই দিনই ক্ষেমংকর রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন।

বিয়ের ঠিক পরেই—

আমি আমার রাজ্যে ফিরে যেতে চাই।

কিসের জন্যে?

তোমার বাবা বেঁচে নেই...

পাপংকর এখন রাজা।

পাপংকর জীবিত?

তাহলে আমার ভাইকে দেখতে যেতে চাই।

সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

সে ভাবতে পারে, তুমি সিংহাসন দখল করতে চাও।

সে তোমার অনিষ্টও করতে পারে।

আমি তাকে যেমন জানি, আপনারা জানেন না।

ইত্যবসরে পাপংকরের প্রাসাদে—
কী? ক্ষেমংকর জীবিত?
হ্যাঁ মহারাজ, তিনি বাড়ি আসছেন।
দু'এক দিনের মধ্যে তিনি এখানে পৌঁছুবেন।
পাপংকর শুনছিলেন না, তিনি নিজের ভাবনাতেই হারিয়ে গিয়েছিলেন।
কেন তাঁকে অন্ধ করলাম? কেন তাঁকে মৃত্যুর মুখে ফেলে এলাম?
রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করার জন্যে নগরী সাজাবো কি?
হ্যাঁ, সব ব্যবস্থাই করুন।

ক্ষেমংকর ফিরে আসছেন।

আর আমার এখানে স্থান নেই। আমি তাঁকে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

যখন ক্ষেমংকর শহরে পৌঁছুলেন —

সুস্বাগতম্!

আমার ভাই কোথায়?

আমাদের জানা নেই। তিনি আপনার অভ্যর্থনার জন্যে নগরী সাজাতে বলে...

... তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ওঃ!

ক্ষেমংকর সব বুঝতে পারলেন।

পাপংকর আর কখনও ফেরেন নি। ক্ষেমংকর রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

IBH

INDIA BOOK HOUSE

will soon release
a New Comic Series of

Larry Harmon's

Laurel & Hardy

STAR COMICS

IBH

FORT
NIGHTLY
Rs.3.50

The comic duo with their
equally comic bunglings!

Also featuring : THE LOVE RANGER, BATMAN, SUPERMAN
AND AMITABH BACHCHAN

indiaincomics.blogspot.com

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

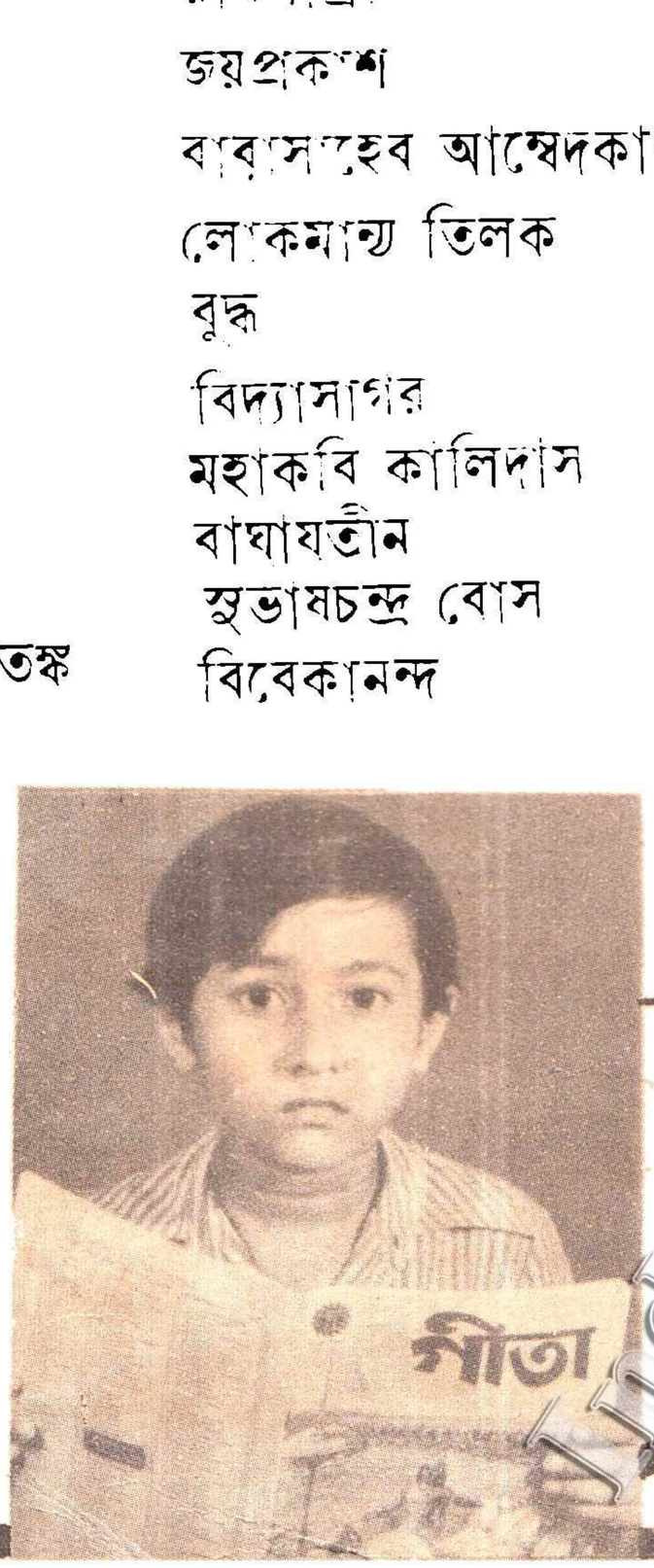

প্রতিখণ্ড ৩.৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

RAM AND SHYAM IN

SILVER STRIPES

RECESS IS TIME TO HAVE FUN, NOT A TUMMY ACHE.

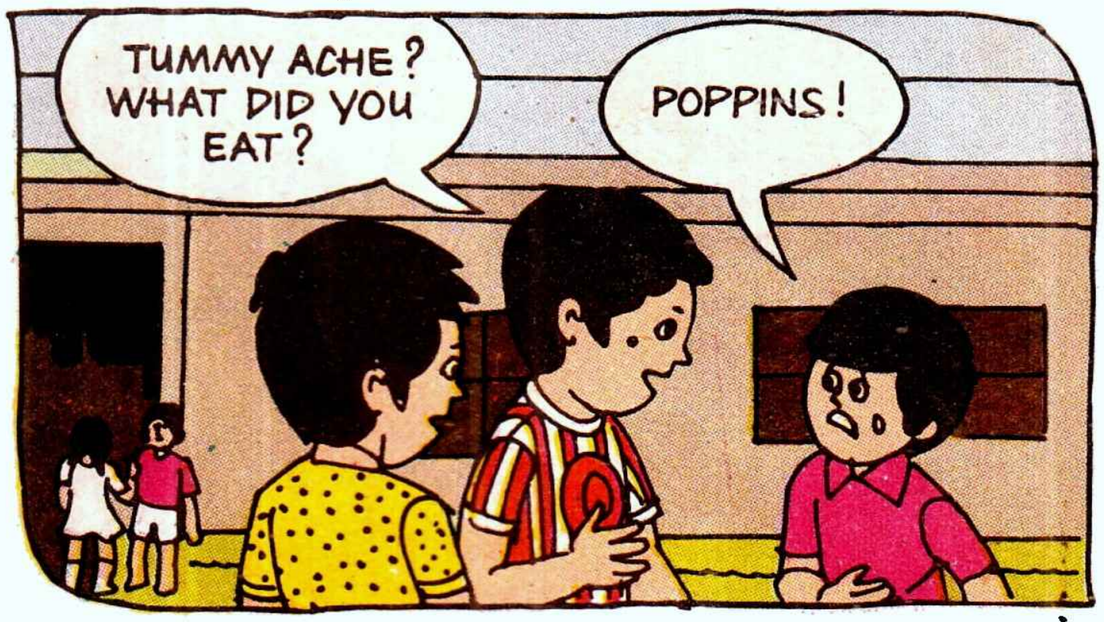

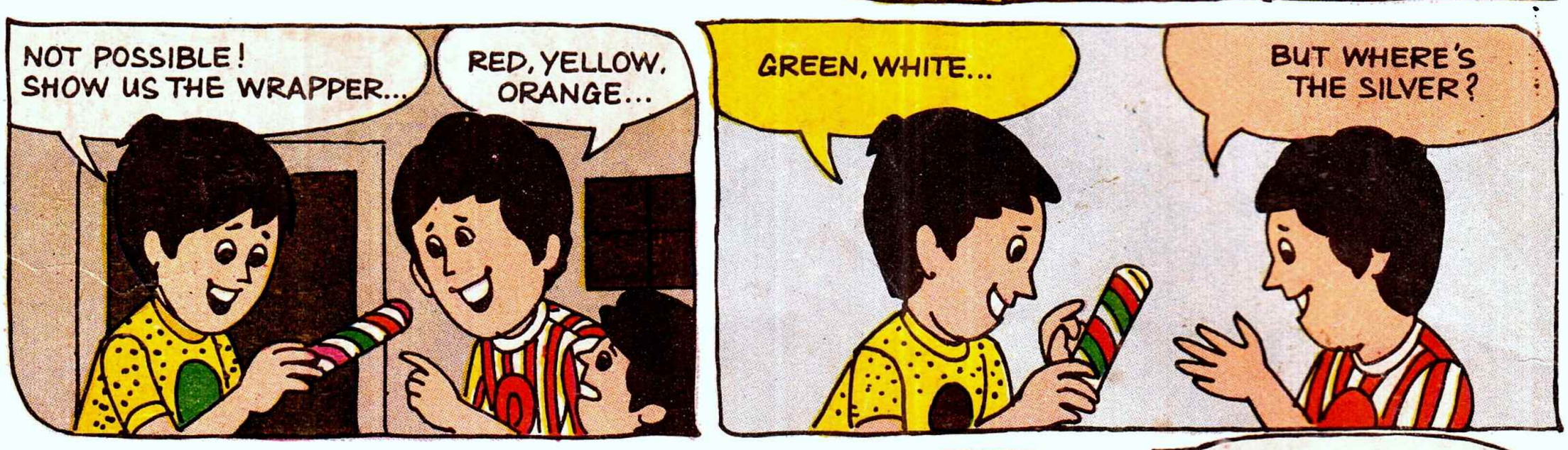

PARLE POPPINS. WATCH FOR THE SILVER STRIPES BEFORE YOU POP 'EM in.
NOW THE IMITATORS CAN'T FOOL YOU.

everest/81/PP/103